

১১০৮
২২

অনুমোদন ছাড়াই ছুটিতে ঢাবির ২১৬ শিক্ষক

নিম্ন বর্ষ পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ছুটি নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৪৯২ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৩৭ জন শিক্ষকই ছুটিতে আছেন। এদের মধ্যে ১২১ জনই আছেন আইন বহির্ভূতভাবে। জানা যায়, কোন কোন শিক্ষক ১০ বছর পর্যন্ত ছুটিতে আছেন। তাদের অনেকে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। অভিযোগ আছে ছুটিকালে শিক্ষকরা বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ ৪ বছর শিক্ষা ছুটি নিতে পারেন। আর অবসর প্রস্তুতকালীন (এলপিআর) এক বছর ছুটি পেয়ে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে তারা বেতন-ভাতা সবই পেয়ে

থাকেন। শিক্ষকদের এই ছুটি দেয়ার কারণ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, 'উচ্চতর শিক্ষা ও পরিবেশের জন্য মূলত ছুটি দেয়া হয়। তবে ব্যক্তিগত কোন কারণ দেখিয়েও শিক্ষকরা ছুটি নিতে পারেন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছুটি নেয়ার প্রবণতা দেখা যায় বিজ্ঞান স্টাডিজ অনুষদের শিক্ষকদের মধ্যে। মন্ত্রি কমিশনের সূত্রে জানা যায়, বিজ্ঞানের স্টাডিজের একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পাশাপাশি ছুটি নিয়ে আরও ২ থেকে ৩টি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দায়িত্বে পূর্ণকালীন নিয়োগ নিয়ে কাজ করছেন। আরও জানা গেছে, এই বিভাগের কোন কোন শিক্ষক বছরে বিভিন্ন সময়ে ১০টি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করেছেন। অন্যদিকে ছুটি নিয়ে ফিরে না আসার রেকর্ড সবচেয়ে বেশি কম্পিউটার বিভাগ শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ২

শিক্ষক : ঢাবির (১ন পৃষ্ঠার পর)

বিভাগের শিক্ষকদের। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ৬ বছরে এই বিভাগের ৩৫ জন শিক্ষক ছুটি নিয়ে আর দেশে ফিরে আসেননি।

মজার ব্যাপার হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক কতজন শিক্ষক এখন বিদেশে আছেন, তাদের কতজন ডিস্টার ইত্যাদি বিষয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মন্ত্রি কমিশনের হিসাবে পার্থক্য রয়েছে। তবে দুই প্রতিষ্ঠানের তথ্য-পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, এ মুহূর্তে ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আছেন ৩৩৭ জন শিক্ষক। বৈধভাবে আছেন ১২১ জন আর ডিস্টার হয়েছেন ২১৬ জন শিক্ষক। সম্প্রতি এসব ডিস্টার শিক্ষককে চিঠি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন শাখার-১-এর এক কর্মকর্তা জানান, ডিস্টার শিক্ষকের মধ্যে ৭০ জন চিঠির উত্তর দিয়েছেন লিখিতভাবে। আর কিছু শিক্ষক ফোনে যোগাযোগ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রবীণ-নবীন শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, যেসব শিক্ষক ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে যান, তাদের অনেকেই ডাল চাকরির অফার পেলে আর দেশে ফেরেন না। তাদের কেউ কেউ মাসে মাসে ডিপার্টমেন্ট থেকে যে শিক্ষক হন ও ছুটি নিয়েছিলেন, তা মাসে মাসে বেতনের টাকা দিয়ে পরিপোষ করেন ও চাপারতে ইচ্ছা দেন। আরও জানা যায়, শিক্ষক ও বেতনমূল্য ভুলে মাসে মাসে মাসে ছুটি হয়ে উঠেছেন এসব আনুষঙ্গিক কারণে।

ঢাবির একজন শিক্ষক জানিয়েছেন, 'আমরা না করলেও বেতন-ভাতা সবই পেয়ে থাকতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এসব ডিস্টারের তালিকা 'বেরোই' খুব নির্ধারণই এ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় চিঠি নিয়ে সংগঠন করে। নিজেই সন্দেহ অবশ্য এই চিঠিকে শোকক্রমেটের অঙ্গ দিয়ে বলেন, 'চিঠির সদৃশ নাকি পেলে আমরা কবছ দেব।'

এ বিষয়ে মন্ত্রি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. এম আসাদুজ্জামান বলেন, 'শিক্ষকরা নানাভাবে অনিয়মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। আমি দায়িত্বকালে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছি, কিন্তু খুব বেশি সফল আসেনি। এর প্রধান কারণ মন্ত্রি কমিশন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু করতে পারে না। কিন্তু যারা পারেন তারা কিছু করেন না।' তিনি আরও বলেন, 'এই ছুটি সমস্যা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, দেশের সবকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে।'

শিক্ষকদের এ রকম অনিয়মের মধ্যে দিয়েই চলছে ঢাবি। এতে ছাত্রছাত্রীরা যেমন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ও গচ্ছা দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কথা বললে, শিক্ষকদের পক্ষ থেকে তাদের নানাভাবে হুমকি করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।